বিজয়® ভিস্তা-এর সাধারণ বৈশিষ্ট্য

বিজয়® ভিস্তা -এর উইন্ডোজ সংস্করণ হচ্ছে একটি পূর্ণাঙ্গ বাংলা সফটওয়্যার। এতে সম্ভাব্য ও প্রচলিত যে কোন এনকোডিং ব্যবহার করে বাংলা লেখার সুযোগতো আছেই, এটিতে বাংলা লেখার বিভিন্ন কাজের জন্য নানা অপশনও খোজতে হবেনা। হাতের কাছে শুধুমাত্র কীবোর্ড কমান্ডের মাঝে যুক্ত করা হয়েছে সকল সুবিধা। এতে আছে বর্তমান ও আগামী দিনের অতি প্রয়োজনীয় চারটি ধারার এনকোডিং দিয়ে বাংলা লেখার সুবিধা। এগুলো হলো বিজয়® ক্লাসিক, বিজয়® সাবরিণা, বিজয়® গোল্ড এবং ইউনিকোড ৫.১।

ক্লাসিক অপশন ও কনভার্টার

বিজয়® ভিস্তা-এর উইন্ডোজ সংস্করণ বাংলা লেখার একমাত্র সফটওয়্যার যাতে ১৯৯৩ সালে প্রচলিত ও ২০০৭ সাল পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে পরিমার্জিত বিজয়® আসকি কোড যাকে আমরা বিজয়® ক্লাসিক কোড বলি তা দিয়ে উইন্ডোজ ভিস্তায় বাংলা লেখা যায়। বাংলাদেশের প্রায় ৯৯ ভাগ বাংলা ব্যবহারকারী, বিদেশে বাংলাদেশের বাঙ্গালীদের শতকরা ৯৯ ভাগ, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার বাংলা ব্যবহারকারীদের শতকরা ৮০ ভাগ এবং অসমিয়া ব্যবহারকারীদের শতকরা ৬০ ভাগ এই এনকোডিং ব্যবহার করে থাকে। অফিস-আদালত থেকে পত্র-পত্রিকা-মিডিয়াসহ ইন্টারনেট এবং ব্যক্তিপর্যায়ের ব্যবহারকারীদের প্রায় সকল ডাটাই থাকে এই এনকোডিং-এ। ফলে এই বিপুল জনগোষ্ঠীর সাথে আপনি পরিপূর্ণ ডাটা ট্রান্সফার করতে পারবেন। তবে বিজয়®-এর পুরানো সংস্করণকে অবশ্যই কনভার্ট করে নিতে হবে। বিজয়®-এর সর্বশেষ পরিমার্জিত এই কোডে থাকা কোন বাংলা বর্ণ বা যুক্তাক্ষর (যেমন ন্ত, স্ত, ঙ, ল্ল, শ্ল, ব্ল, গ্ল, ম্ল, প্ল, ক্ষ, ক্ষ্ম, ক্ষ্ণ, রু, গ্রু, প্রু, ব্রু, দ্রু, শ্রু, ব্রু, ক্রু, ন্ত, স্ত, ন্তু, স্তু, চচ, চ্ছ, ইত্যাদি বর্ণ) এক্সেস, কোয়ার্ক এক্সপ্রেস, এইচপি প্রিন্টার, অন্য নির্মাতাদের কোন কোন পোস্টস্ক্রিপ্ট প্রিন্টার বা ইমেজসেটারে ভাঙ্গেনা, গায়েব হয়না বা বদলায়না। বিজয়®-এর আগের সংস্করণগুলোতে টাইপ করা এসব বর্ণসমুহ বিকৃত হয়ে যায়। ক্ষ ও ঙ গায়েব হয়ে যায় এবং ল ফলাগুলো হাইফেনে রূপান্তরিত হয়। এছাড়া ন্ত-এর ত ফলাটি ভেঙ্গে যায় এবং লাইনের শেষে থাকলে সেটি পরের লাইনে চলে আসে। বিজয়® ভিস্তা-এ এই কোডগুলো এমনভাবে বদল করা হয়েছে যাতে এসব সমস্যা না হয়।

এছাড়া বিজয়® ভিস্তা -এর সাথে এমন অনেকগুলো ডাটা কনভার্টার যুক্ত করা আছে যা দিয়ে বিজয়®-এর পুরানো ডাটা নতুন কোডে রূপান্তর করা যায়। এবার আরো বাড়তি সুবিধা হচ্ছে যে, এটি দিয়ে আপনি ফাইন্ড এবং চেঞ্জ (বা অন্য) সংলাপ ঘরে বাংলা শব্দ (ক্লাসিক মোডে ইংরেজীতে এবং ইউনিকোড মোডে বাংলায় দেখায়) লিখতে পারেন। ফলে আপনি যে বাংলায় ফাইন্ড চেঞ্জ করতে পারতেন না, সেটি এখন করা সম্ভব। এমনকি আপনি ই-মেইল বা ইন্টারনেটেও বাংলা-অসমিয়া ব্যবহার করতে পারেন।

সাবরিণা অপশন

বিজয়® ভিস্তা সফটওয়্যারে যুক্ত করা হয়েছে সাবরিণা অপশন। এই অপশনটি ব্যবহার করা হচ্ছে বিজয়®-এর ক্লাসিক মোডে বাংলাদেশের পাঠ্যপুস্তক-এর প্রমিত করা ফন্ট দিয়ে লেখার জন্য। বিজয়®-এর ইউনিকোড বা গোল্ড অপশনে পাঠ্যপুস্তকের ফন্ট পাবার জন্য কেবলমাত্র সাবরিণা ওএমজে/জিএমজে ফন্ট বাছাই করলেই হবে। কিন্তু বিজয়® ক্লাসিক-এর কোড দিয়ে যেহেতু পাঠ্যপুস্তকের ফন্ট পুরোপুরি পাওয়া যায়না সেজন্য এই অপশনটি পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করার জন্য উপযুক্ত। এই অপশনটি যোগ করার পাশাপাশি আমরা সাবরিণা থেকে ক্লাসিক এবং ক্লাসিক থেকে সাবরিণা কনভার্টারও যুক্ত করেছি।

গোল্ড অপশন

বিজয়® ভিস্তা সফটওয়্যারে যুক্ত করা হয়েছে ক্লাসিক গোল্ড এর সুবিধা। এই সুবিধাটি বিশ্বের কোন বাংলা সফটওয়্যারে নেই। এর ফলে আপনি যেসব এ্যাপ্লিকেশনে ইউনিকোড ব্যবহার করা যায়-কিন্তু বাংলা ভাষা ব্যবহার করা যায়না তাতে ইউনিকোড-এর বর্ণরূপ বা ফটোটাইপসেটারের চাইতেও উন্নত-ত্রুটিহীন বাংলা হরফ পাবেন। এই সফটওয়্যারের অন্যতম সুবিধা হলো যে এর উইন্ডোজের এ্যাপ্লিকেশন ফাইল (যেমন অফিস, কোয়ার্ক, ফটোশপ, ইলাসট্রেটর, ইনডিজাইন ইত্যাদির ডকুমেন্ট) আপনি ম্যাকে বা ম্যাকের এ্যাপ্লিকেশন ফাইল উইন্ডোজে নিয়ে গিয়ে কোন ধরনের কনভার্ট করা ছাড়াই ফরমাটিংসহ সরাসরি খুলতে পারবেন। এমনকি ঐ ফাইলটি নতুন প্লাটফরমে আপনি সম্পাদনাও করতে পারবেন। এতে বাংলার সাথে ইংরেজী ব্যবহার করলেও কোন রকমের ঝামেলা নেই। একই ফন্টে আপনি বাংলা এবং ইংরেজী লিখতে পারবেন এবং বাংলা বা ইংরেজী ফন্ট বদলালেও বাংলা হিজিবিজি হবেনা।

ইউনিকোড অপশন

বিজয় ভিস্তা সফটওয়্যারে যুক্ত করা হয়েছে বাংলা ইউনিকোড-এর সুবিধা। এতোদিন পর্যন্ত পুরোপুরি ইউনিকোড কম্পাটিবল করতে না পারার যে সমস্যা ছিলো এবার সেটিরও সমাধান করা হয়েছে। উইন্ডোজ-এর জন্য প্রণীত ওপেন অফিস-এর সর্বশেষ সংস্করণ এবং এম এস অফিস ২০০৭-এর সাথে বিজয় ভিস্তা সম্পূর্ণভাবে ইউনিকোড কম্পাটিবল। এছাড়াও যেসব এ্যাপ্লিকেশন ইউনিকোড-এর বাংলা প্রয়োগ করে তাতে আপনি ইউনিকোড কাস্টমাইজড মোডে বাংলা ব্যবহার করতে পারবেন। এমনকি মাইক্রোসফটের ওয়ার্ড ২০০৩-এ র‌্যাব, র‌্যাট ।, ॥, ৎ ইত্যাদি লিখতে যেসব সমস্যা আছে বিজয় ভিস্তা-এ সেটিও নেই।

অসমিয়া অপশন

বিজয় ভিস্তা সফটওয়্যারে যুক্ত করা হয়েছে কম্পিউটারে অসমিয়া ভাষা ব্যবহারের সুবিধা। এই সুবিধা আপনি ক্লাসিক, ইউনিকোড এবং গোল্ড অপশনে ব্যবহার করতে পারবেন। ক্লাসিক অপশনে অসমিয়া ব্যবহার করার জন্য বিজয়, সত্যজিত এবং গীতাঞ্জলি কীবোর্ডসহ একটি আলাদা ফন্টগোষ্ঠী তৈরী করা হয়েছে। ঐ ফন্টে অসমিয়া বর্ণ পাওয়া যায়।

অনবদ্য অপরূপ ত্রুটিহীন ফন্ট

বিজয় ভিস্তা-এ আছে ৭৯টি ফন্ট পরিবারের (এটি ক্রমাম্বয়ে আরো বাড়বে) স্বাভাবিক, বোল্ড, ইটালিক ও বোল্ড ইটালিক স্টাইলসহ ক্লাসিক, সাবরিণা, গোল্ড এবং ইউনিকোড ফন্ট। এসব ফন্টের কোন কোনটির রয়েছে এক্সপান্ড, কনডেন্সড, গ্রেডিয়্যান্ট, ত্রিমাত্রিক, ত্রিমাত্রিক গ্রেডিয়্যান্ট রূপ। বাংলা লেখার জন্য এতো বেশী এবং এতো বৈচিত্রপূর্ণ ফন্ট এর আগে আর কোন সফটওয়্যারে যুক্ত হয়নি।

ডাটা কনভার্টার

বিজয় ভিস্তা -এর সাথে রয়েছে একগুচ্ছ ডাটা কনভার্টার। বিজয়-এর পুরানো সংস্করণ (যেমন বিজয় ৩.০, ৪.০, ৯৯, ২০০০, ২০০১, ২০০৩, ২০০৪) থেকে বিজয় ক্লাসিক, বিজয় ক্লাসিক থেকে বিজয় গোল্ড, বিজয় সাবরিণা থেকে বিজয় ক্লাসিক এবং বিজয় ক্লাসিক থেকে বিজয় সাবরিণা, বিজয় ম্যাক ও.এস ৯ থেকে বিজয় ক্লাসিক, বিজয় ক্লাসিক থেকে বিজয় ম্যাক ও.এস ৯ ও ১০, বিজয় ম্যাক ও.এস ৯ থেকে বিজয় ম্যাক ও.এস ১০ ও বিজয় ম্যাক ও.এস ১০ থেকে ৯, বিজয় ম্যাক ও.এস ১০ থেকে বিজয় গোল্ড এব বিজয় ক্লাসিক থেকে ইউনিকোড ছাড়াও এতে আছে লেখনী, প্রশিকা, প্রবর্তণ ও নকশী থেকে বিজয় ক্লাসিক, বিজয় গোল্ড এবং বিজয় ইউনিকোড-এ কনভার্ট করার সুবিধা। এর ফলে কার্যত আপনি কোন বাংলা ডাটা নিয়েই বন্দী হয়ে থাকবেন না। বাংলাদেশে ব্যবহৃত বর্তমান বা অতীতের যেকোন বাংলা সফটওয়্যারের ডাটা আপনি বিজয়-এ ব্যবহার করতে পারবেন। অতি শীঘ্রই ওয়েব কনভার্টার নামের আরো কিছু কনভার্টার যুক্ত করা হচ্ছে যার সাহায্যে বাংলাদেশের ইন্টারনেটে প্রকাশিত সকল পত্রিকার ডাটা কনভার্ট করা যাবে। ভবিষ্যতে হয়তো আমরা ভারতের এনকোডিং কনভার্টারও যুক্ত করবো।

বাংলাদেশ-ভারতের জনপ্রিয় কীবোর্ড

বিজয় ভিস্তা-এর ক্লাসিক অপশনে বাংলাদেশ ও ভারতে প্রচলিত জনপ্রিয় কীবোর্ড যেমন বিজয়, মুনীর, প্রমিত, সত্যজিত, গীতাঞ্জলী কীবোর্ডসমূহ এবং সত্যজিত-গীতাঞ্জলির অসমিয়ারূপ বিজয় ক্লাসিক

ক্লাসিক বনাম গোল্ড বা ইউনিকোড

কম্পিউটারে যারা বাংলা ব্যবহার করেন তাদের অনেকেই আমাদের কাছে এই প্রশ্নটি করেন যে ক্লাসিক, গোল্ড বা ইউনিকোড এর মাঝে বাংলা বর্ণের পার্থক্য কি হয়? কেন কেউ একজন ক্লাসিক এর বদলে ইউনিকোড বা গোল্ড ব্যবহার করবে? এই প্রশ্নটির জবাব দেয়া দরকার এজন্য যে নইলে অনেকেই ক্লাসিক এর বদলে গোল্ড বা ইউনিকোড কেন ব্যবহার করা হবে তার প্রকৃত কারণ উপলব্ধি করতে পারবেন না।

ন্দ্রু ন্দ্রু

উপরে একটি যুক্তবর্ণ দুই পদ্ধতিতে লেখা হলো। বামপাশের বর্ণটি ক্লাসিক পদ্ধতিতে লেখা। এতে প্রথমে একটি অর্ধ ন, তারপর পুরো একটি দ, এরপর একটি র ফলা এবং সর্বশেষে উ কার যুক্ত করা হয়েছে। এর প্রতিটি অংশ আলাদা আলাদা। এগুলো অন্য যুক্তাক্ষর তৈরীর জন্যও ব্যবহৃত হয়। বলা যায়, চারটি টুকরো মিলে একটি অক্ষর তৈরী হয়েছে। র ফলা এবং উ কার দেখলে বোঝা যায়, এই দুটি অংশ মূল যুক্তাক্ষরের সাথে সঠিকভাবে বসেনি। দ-এর আকৃতিও যে বদলায় এখানে তা বদলায়নি। কিন্তু একই পদ্ধতিতে লেখার পরেও ইউনিকোড এবং গোল্ড পদ্ধতিতে ডান পাশের বর্ণটি একটি পূর্ণাঙ্গ বর্ণ হিসেবে তৈরী হয়েছে। এটি আসলে একটি বর্ণ। কোন টুকরাকে মিলিয়ে এটি তৈরী করা হয়নি। অক্ষর দুটির তুলনা করলেই বোঝা যাবে কেন গোল্ড বা ইউনিকোড ব্যবহার করতে হবে।

অপশনে যুক্ত করা আছে। এর ফলে ক্লাসিক অপশনে এইসব কীবোর্ড ব্যবহারকারীরা সহজেই তার পছন্দমতো কীবোর্ড লেআউটে টাইপ করতে পারবেন। তবে সাবরিণা, গোল্ড এবং ইউনিকোড অপশনে কেবলমাত্র বিজয়® কীবোর্ড রয়েছে।

ক্লাসিক এবং ইউনিকোড অভিধান

বিজয়® ভিস্তা সফটওয়্যারে যুক্ত করা হয়েছে ইউনিকোড ও ক্লাসিক বানান শুদ্ধিকরণ ব্যবস্থা। এর ফলে খুব সহজেই যে কেউ ক্লাসিক এবং ইউনিকোড উভয় পদ্ধতিতে বাংলা বানান সঠিকভাবে লেখার জন্য সফটওয়্যারের সহায়তা পাবেন। এই অভিধানে কেবল যে চমৎকার সাজেশন বা প্রস্তাবনা রয়েছে তাই নয়, এতে আছে ব্যবহারকারীর নিজের অভিধান যোগ করার সুযোগ।

ইন্টারনেট ও ই-মেইলে বাংলা

বিজয়® ভিস্তা সফটওয়্যারের এখনকার বড় একটি সুবিধা হলো এটি ই-মেইল সফটওয়্যার ছাড়াও ইন্টারনেটের ওয়েব পাবলিশিং-এ ব্যবহৃত হতে পারে। বিজয়®-এর ক্লাসিক বা ইউনিকোড ডাটাকে ওয়েবে প্রকাশ করার জন্য রয়েছে বিশেষ ফন্ট। এছাড়া বিজয়® ভিস্তা দিয়ে ইন্টারনেটে ব্যবহৃত ব্রাউজারে, ই-মেইল সফটওয়্যারে লেখার সুযোগ রয়েছে।

কীবোর্ড কমান্ড বদলানোর সুযোগ

বিজয়® ভিস্তা সফটওয়্যারের একটি বড় সুবিধা হলো যে, এটির কীবোর্ড লেআউট বদল করার কমান্ড পরিবর্তনযোগ্য। ব্যবহারকারী ইচ্ছে করলে যেকোন কীবোর্ড কম্বিনেশন দিয়ে কীবোর্ড পরিবর্তন করতে পারবেন।

কীবোর্ড লেআউট এডিটর

বিজয়® ভিস্তা সফটওয়্যারের সাথে এখন পাচ্ছেন একটি অনবদ্য কীবোর্ড লেআউট এডিটর। বস্তুত এর সাহায্যে যেকোন এনকোডিং এবং যেকোন ভাষার কীবোর্ড এডিটর তৈরী করা যায়। এখন আপনি নির্ধারিত ক্যীবোর্ডের মাঝেই সীমিত নাও থাকতে পারেন। বিদ্যমান কীবোর্ড যেমন বিজয়-এর পরিবর্তন করার পাশাপাশি আপনি সম্পূর্ণ নতুন কীবোর্ড বানাতে পারেন। আপনি বাংলা ভাষার পাশাপাশি বিশ্বের অন্য যেকোন ভাষাও একই সফটওয়্যার দিয়ে লেখার ব্যবস্থা করতে পারবেন।

টপ বার বা সিস্টেম ট্রেতে রাখার সুযোগ

বিজয়® ভিস্তা সফটওয়্যারের বারটি এখন সিস্টেম ট্রে বা টপবারে রাখা যেতে পারে। এটির টপবারের অবস্থানও পরিবর্তনযোগ্য। ইতপূর্বে আপনি বিজয়® সফটওয়্যারটি সিস্টেম ট্রে বা টপ বারের যেকোন স্থানে রাখতে পারতেন। এখন একে যেকোন স্থানে রাখতে পারেন। এছাড়াও টপট্রেতে রাখার সময় টপবারে এর অবস্থান পরিবর্তন করতে পারেন।

উইন্ডোজ ভিস্তা কম্পাটিবিলিটি

বিজয়® ভিস্তা সফটওয়্যারটির সবচেয়ে বড় গুণ সম্ভবত এর সরাসরি উইন্ডোজ ভিস্তা কম্পাটিবল হওয়া। এটি অবশ্য উইন্ডোজ ভিস্তা ছাড়াও উইন্ডোজ এক্সপি সার্ভিস প্যাক-২ এবং উইন্ডোজ ২০০৩ সার্ভার (সার্ভিস প্যাক-১) কম্পাটিবল।